দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

চট্টগ্রাম ভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য নিয়োগ করে প্রদত্ত আদেশকে কেন অবৈধ ও আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না — এই মর্মে ৪ সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন সরকারের ওপর গতকাল সোমবার রুলনিশি জারি করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী চ্যান্সেলর কর্তৃক ডঃ রফিকুল ইসলাম

বৈধতা ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৪

বৈধতা ঃ চট্টগ্রাম ভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগ

(১ম পাতার পর)

চৌধুরীকে উপাচার্য নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট আবেদন দায়ের করেন। গত ২৯শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের চ্যান্সেলর এক আদেশে ডঃ আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দিনের নিয়োগ বাতিল করেন এবং একই দিনে আরেক আদেশে ডঃ রফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে ৪ বছরের জন্য নতুন উপাচার্য নিয়োগ করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আমিরউল ইসলাম আবেদনের শুনানীতে বলেন, নতুন উপাচার্য নিয়োগ আদেশটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩-এর ১২ ধারার এবং সিনেট কার্যবিধির ৫০ ও ৫৫ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং সিনেটকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে চ্যান্সেলর ১৯৮৯ সালের পুরানো প্যানেল থেকে উপাচার্য নিয়োগ আইন বহির্ভূত কাজ। বর্তমানে নতুন প্যানেল নির্বাচন না করে পুরানো প্যানেল থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগাআইনের ওপর প্রতারণার শামিল।

মামলা পরিচালনায় ব্যারিস্টার আমিরউল ইসলামকে সহায়তা করেন আবদুল বাসেত মজুমদার, জাকির আহমদ, মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, জহিরুল ইসলাম, নুরুল হুদা, নুরুল ইসলাম সুজন, শিরীন আহম্মেদ চৌধুরী ও রকিবুল হক রিপন প্রমুখ আইনজীবীবৃন্দ। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।